যুগান্তর

তারিখ 15 APR 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সাদ হত্যা মামলা

ছাত্র উপদেষ্টা ও হল প্রভোস্টসহ চারজনের পদত্যাগ

বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা সাদ হত্যাকাণ্ডে ব্যর্থতার দায়ে ও শিক্ষক সমিতির দাবির মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা, আশরাফুল হক হলের প্রভোস্ট ও হাউস টিউটররা পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার সকালে তারা একযোগে পদত্যাগ করেন। শিক্ষকদের বেশিরভাগ দাবি পূরণ হওয়ায় মঙ্গলবার এক জরুরি সভা শেষে আজ থেকে ক্লাস-পরীক্ষা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। শর্তসাপেক্ষে ক্লাসে ফিরবে শিক্ষার্থীরাও। কিন্তু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না।

জানা গেছে, সাদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ব্যর্থতার দায়ে ও শিক্ষক সমিতির দাবির মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক পদত্যাগ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

পদত্যাগ : চারজনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ড. মোঃ সুলতান উদ্দিন ভূঞা, আশরাফুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং ওই হলের হাউস টিউটর কামরুল হাসান ও ফুয়াদ হাসান মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল খালেক বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এর আগে ৩ এপ্রিল ছাত্রবিষয়ক বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার [illegible] ড. [illegible] মনিরুজ্জামান একই ঘটনার জন্য পদত্যাগ করেন। রেজিস্ট্রার আবদুল খালেক পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা : বাকৃবির মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষের মেধাবী ছাত্র সাদ হত্যার বিচারের দাবিতে ২ এপ্রিল থেকে দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে আসছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সাদ হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তদন্ত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ৬ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করে। প্রশাসনের ওই সিদ্ধান্তকে আংশিক পদক্ষেপ বলে শিক্ষকরা তিন দফা দাবি জানিয়ে তা পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় এবং ওই দিনই শিক্ষক সমিতি সাধারণ সভা করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার কথা জানায়।

এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ৫ ঘণ্টাব্যাপী জরুরি বৈঠক করে। সভায় তাদের দাবিগুলো অনেকাংশে পূরণ হওয়ায় তারা বুধবার থেকে ক্লাসে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। অধিকতর তদন্তের জন্য অধ্যাপক এটিএম জিয়াউদ্দিনকে প্রধান করে ৫ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টাকে (নবনিযুক্ত হলে) প্রধান করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক সমিতি প্রক্টরের পদত্যাগও দাবি করে। সভা শেষে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু হাদি নুর আলী খান বলেন, আমাদের দাবি অনেকাংশে পূরণ হওয়ায় আমরা ক্লাসে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শিক্ষার্থীদের আলটিমেটাম : মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় '৭১-এর পাদদেশে জমায়েত কর্মসূচি পালন করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। ৩ দফা দাবিতে প্রশাসনকে বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়েছে মঙ্গলবার বিকাল ৫টায়। এ সময় আন্দোলনরতরা মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে প্রশাসনকে। তারা দাবি করে বলেন, ক্লাসে ফিরব কিন্তু কোনো ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব না। মঙ্গলবারের মধ্যে সাদ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত খুনিদের নাম উল্লেখ করে প্রশাসনকে মামলা ও গ্রেফতার করতে হবে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটিকে মঙ্গলবারের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

এ বিষয়ে ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল হক বলেন, পদত্যাগ সব কিছুর সমাধান নয়। যদি তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটির বিষয়ে জানান, তারা যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। কিন্তু কোনো সময় বেঁধে দেয়া হয়নি।